আনন্দে মাতি

বিশেষ সংখ্যা, ৪৬ বছর পূর্তি বিজয় দিবস, ২০১৬

ভূমিকা

"আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি" ..... *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*

ত্রিশ লাখ শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত বিজয়ের ৪৬ বছর পূর্ণ হল। মুক্তির জয়গানে মুখর কৃতজ্ঞ বাঙালি জাতি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করল জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান সেই অকুতোভয় বীর শহীদের, যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছিল এই বিজয়। জাতীয় জীবনে নানা সংকট আর অনিশ্চয়তা থাকলেও পুব আকাশে যে নতুন সূর্য দেখা দিল তা স্মরণ করিয়ে দিল এই বিজয় গৌরবের, আনন্দের। ১৬ই ডিসেম্বর ২০১৬, আজ এক আনন্দের দিন। এমনি এক দিনের প্রতীক্ষায় কেটেছে বাঙালির অনেক বছর। বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই দিনটির দেখা মিলেছিল দীর্ঘ নয় মাসের এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শেষে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর। ১৯৪৭ সালে ইংরেজদের শাসন থেকে এদেশ মুক্ত হলেও পুনরায় বাধা হিসেবে দেখা দেয় পাকিস্তানী শোষক গোষ্ঠীর অন্যায় শাসন। বাঙালি বঞ্চিত হতে থাকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে। শুরু হয় '৫২-র ভাষা আন্দোলন, '৫৪-র নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়, '৫৭-র স্বায়ত্তশাসন দাবি, '৬২ ও '৬৯-এর গণআন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের মার্চে দূরন্ত বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তির সংগ্রামে। ২৫শে মার্চ কাল রাতে পাকিস্তানী বর্বর বাহিনী শুরু করে নির্মম নিধনযজ্ঞ। এরপর আসে মহান স্বাধীনতার ঘোষণা। দখলদার বাহিনীকে বিতাড়নে শুরু হয় অদম্য সংগ্রাম। নয় মাসের সশস্ত্র যুদ্ধে জীবন দান করেন লাখ বাঙালি, অসংখ্য মা-বোনের ইজ্জত-সম্ভ্রমের বিনিময়ে অবশেষে ১৬ই ডিসেম্বর আসে সেই কাঙ্ক্ষিত বিজয়। পৃথিবীর মানচিত্রে অভ্যুদয় হয় স্বাধীন বাংলাদেশ। বর্তমানে মৈত্রীর বন্ধনে ভারত ও বাংলাদেশ। আর মৈত্রীর বন্ধনে বাংলা ডট কম কবিতার আসরের সকল কবি, লেখক, পাঠক ও শুভানুধ্যায়ী। এই দিনটিকে স্মরণ করে আমাদের আসরের কবিগণের নিবেদন "আনন্দে মাতি"। সকল কবি, লেখক, পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে আপনাদের হাতে তুলে দিলাম আপনাদেরই দেওয়া উপহারে প্রিয় কবি মোনায়েম খান নিজামের উদ্যোগে ই-পত্রিকা "আনন্দে মাতি"।

- ***সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়***

বাংলা কবিতা ডটকম ওয়েবসাইটের
সদস্যদের কলমে রচিত
বিশেষ ই-সংখ্যা **আনন্দে মাতি**

৪৬ বছর পূর্তি বিজয় দিবস উপলক্ষে

সূচীপত্র

- শহীদ শ্রদ্ধার্ঘ্য
  - *মোনায়েম খান নিজাম* (২)
- শহীদের পায়ে অঞ্জলি
  - *অনিরুদ্ধ বুলবুল* (৩)
- বিজয় দিবসের তাৎপর্য্য ও বর্তমান জাতীয় জীবন
  - *কবীর হুমায়ূন* (৪-৫)

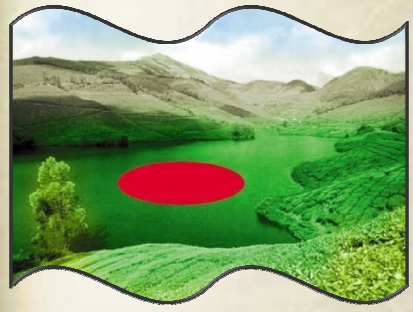

- প্রচ্ছদ ভাবনা ও অলঙ্করণ
  - *সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ফয়েজ উল্লাহ রবি*

কবিতা

স্বাধীনতার দর্শন ● আছির মাহমুদ ● ৬
জয় বাংলা ● কবীর হুমায়ূন ● ৭
এখনো হয়নি বিজয় ● অনুপ মজুমদার ● ৮-৯
স্বাধীনতা তুমি ● আল মামুন ● ৯
সূর্যোদয়ের পথে ● সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায় ● ১০
বিজয় দিবস ● হোসনে আরা বেগম ● ১১
১৬ ডিসেম্বর শেষ বিকালের উঠানে ● শিমুল শুভ্র ● ১২-১৩
আবার একটা যুদ্ধ হবে ● বেরসিক পাঠক ● ১৩
স্বপ্নের স্বাধীনতা ● পল্লব ● ১৪-১৬
ধর তলোয়ার ● কল্লোল বেপারী ● ১৭
১৯৭১ ● আশিকুজ্জামান ● ১৮-১৯
বিজয় দিবস ● ড. সুজিতকুমার বিশ্বাস ● ২০
বিনম্র শ্রদ্ধা প্রিয় ● মোঃ সানাউল্লাহ্ ● ২১
আমি মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি ● ফয়েজ উল্লাহ রবি ● ২২
লাল সবুজের নিশান ● অনিরুদ্ধ বুলবুল ● ২৩
বিজয় দিবসের অঙ্গীকার ● মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান ● ২৪
আমার সোনার বাঙলা ● গোলাম রহমান ● ২৫
অঙ্গীকার ● স্বপন কুমার দাস ● ২৬
ভালোবাসা বাংলাদেশ ● হাসান ইমতি ● ২৭
সাহসের ঘোড়া ● মোঃ ফিরোজ হোসেন ● ২৮
বিজয় দিবসের গান ● খলিলুর রহমান ● ২৯
হে মহান বিজয় তোমার স্মরণে ● পল্লব কুমার ● ৩০-৩১
বীর শহীদদের স্মরণে ● মৌটুসি মিত্র গুহ ● ৩২
বুকটান ● সাবলীল মনির ● ৩৩
তোমার মুখে দেখলে হাসি ● নূরুল ইসলাম ● ৩৪
তোমাদের স্মরণে ● রাসেল আহাম্মেদ ● ৩৫
২৫ বছরের ইতিহাস ● মোনায়েম সাহিত্য ● ৩৬-৩৮
রক্তনদীর উজান বেয়ে এসেছে বিজয় ● শাহিন আলম সরকার ● ৩৯
মহান বিজয় দিবসের রেশ ● শাহীন আহমদ রেজা ● ৪০-৪১
স্বাধীনতা মুক্তি পাক ● সিমন চন্দন বৈরাগী ● ৪২
বিজয়ের উল্লাসে ● হুমায়ূন কবির ● ৪৩
তোমাকে এনে দেবো স্বাধীনতা ● এ কে দাস মৃদুল ● ৪৪
আমি বিজয় দেখেছি ● কুয়াশা ● ৪৫
ক্যামোফ্লেজ অথবা রিয়েলিটি ● আরশাদ ইমাম ● ৪৬-৪৭
স্বাধীনতার স্বাদ ● আহমাদ সা-জিদ ● ৪৮
বিজয়ী বীরের স্মরণে ● আফরিনা নাজনীন মিলি ● ৪৯
বিজয় দিবস গীতি ● রক্তিম ● ৫০
রেলগাড়িটা ● জসীম উদ্দীন মুহম্মদ ● ৫১
ভালোবাসতে হবে সবাইকে ● সমরেশ সুবোধ পড়্যা ● ৫২
বিজয় মন্ত্র ● হাফিজুর রহমান চৌধুরী ● ৫৩
বিজয়ের উল্লাস ● মোঃ আবুল কালাম আজাদ ● ৫৩
উইপোকা ● তুহিন আহমেদ ● ৫৪-৫৫
স্বাধীনতা মানে ● উম্মে আইমান মুর্শিদা ● ৫৬
মৈত্রী বন্ধন ● শ্রীযুক্ত সৌমেন ● ৫৭
বিজয় দিবস ● ছবি আনসারী ● ৫৮-৫৯

শহীদ শ্রদ্ধার্ঘ্য

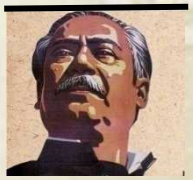

আজ ১৬ ডিসেম্বর, গৌরবের মহান বিজয় দিবস। এ উপলক্ষে বাংলা কবিতা ডট কম পরিবারের পক্ষ থেকে সকল শহীদের প্রতি রইল শ্রদ্ধা। ১৯৭১ সালে এ দিন বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সালের এদিনে বিকেলে ঢাকার রমনার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) হানাদার পাকিস্তানী সেনারা মাথা নিচু করে যৌথ কমান্ডের কাছে অস্ত্র সমর্পণ করে। তখন অর্জন করে বাঙ্গালী জাতি তাদের সেই কাংখিত বিজয় যার বলে আমরা আজ বলিয়ান স্বাধীন জাতি।

যে অস্ত্র দিয়ে তারা দীর্ঘ নয় মাস বাঙালির রক্ত ঝরিয়েছে, ত্রিশ লাখ বাঙালিকে হত্যা করেছে, দু'লাখ মা-বোনের সম্ভ্রম কেড়ে নিয়েছে সেই বাহিনীর সদস্যরা অস্ত্র পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে একরাশ হতাশা এবং অপমানের গ্লানি নিয়ে দুরন্ত বাঙালির কাছে পরাজয় মেনে নেয়। সেই থেকে ১৬ ডিসেম্বর আমাদের বিজয় দিবস। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'যার যা কিছু আছে' তা নিয়েই স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান। পরে ২৫শে মার্চ পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেফতার হওয়ার আগে চূড়ান্তভাবে তিনি (বঙ্গবন্ধু) স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।

বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে বাঙালিরা অস্ত্র হাতে পাকিস্তানী হানাদারদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, ভুটান, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সাহায্য-সহযোগিতা করে। অবশেষে বাঙালি দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করে বুকের উষ্ণ রক্তে রাঙিয়ে রাত্রীর বৃন্ত থেকে ছিনিয়ে আনে ফুটন্ত সকাল। অফুরন্ত আত্মত্যাগ এবং রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বিজয় দিবসে তাই আনন্দের সাথে যোগ হয়েছে বেদনাও।

আজ কৃতজ্ঞ জাতি সশ্রদ্ধ বেদনায় স্মরণ করবে দেশের পরাধীনতার গ্লানি মোচনে প্রাণ উৎসর্গ করা বীর সন্তানদের। বাংলা কবিতা ডট কম পরিবারের সকল কবি মুক্তিযুদ্ধে সকল শহীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করছেন শ্রদ্ধার্ঘ্য।

- *মোনায়েম খান নিজাম*

শহীদের পায়ে অঞ্জলি

স্বাধীনতা - একটি স্বপ্ন, একটি বিশ্বাস, একটি আস্থা।
স্বাধীনতা মানে মুক্ত আকাশে শ্বেত-বলাকার পাখা মেলা,
জননীর কোলে পরম নির্ভয়ে বুক ভরে শ্বাস নেয়া...

অনেক ত্যাগ ও তিতিক্ষার অবসানে কদাচিৎ এর দেখা মিলে। স্বাধীনতার জন্যে জীবনপণ যুদ্ধ করেছে - পৃথিবীতে এমন দেশ নেহায়েত কম নয়। স্বাধীনতার জন্যে রক্তপাতের ঘটনাও বিরল নয়। কিন্তু আমাদের বাংলাদেশ তারও বেশি কিছু। লাখো শহীদের একনদী রক্তই শুধু নয়, আমাদের রয়েছে লাখো জননীর ইজ্জত বলিদানের সীমাহীন কষ্টের ইতিহাস। মহান ত্যাগের গর্বিত জননী - স্যালুট তোমায়।

নয় মাস গর্ভধারণের কষ্ট সয়ে জননী যেমন সন্তানের জন্ম দেন তেমনি সুদীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ আর লাখো শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের এই স্বাধীনতা। সে এক অসীম ত্যাগের 'লিগেসি'... আমরা সেই জননীর সন্তান। আমাদের রয়েছে ত্যাগ ও শৌর্য-বীর্জের ঐতিহ্য। তাই লাখো শহীদের রক্তে রাঙানো পতাকা আমাদের অহম। শহীদের রক্তেভেজা পলল মাটি আমাদের সাহসের ইন্ধন। 'বেঁচে গাজী' – অকুতোভয় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জানাই লাখো সালাম।

শহীদের রক্তের শপথ - বাংলার বুকে কোন হায়নাকেই মাথা তুলতে দেবো না। সাম্য, ন্যায় ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে সুদৃঢ় রেখে স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তুলবোই।

বিজয়ের মাসে লাখো শহীদের পায়ে আমাদের এই নিবেদন।
আমাদের স্বাধীনতা অর্থবহ হোক, সার্থক হোক। মুক্তির সুবাতাস চিরন্তনী হোক।

সবাইকে বিজয়ের শুভেচ্ছা – *অনিরুদ্ধ বুলবুল*

বিজয় দিবসের তাৎপর্য্য ও বর্তমান জাতীয় জীবন

কবীর হুমায়ূন

১৯৪৭ সালের আগস্টে ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারত উপমহাদেশ স্বাধীন হয়। ভারত বিভক্ত হয়ে ধর্মভিত্তিক দুটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। একটি পাকিস্তান এবং অন্যটি ভারত। রাষ্ট্র পাকিস্তান দুই হাজার মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত দুটি প্রদেশের সমন্বয়ে গঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) ও পশ্চিম পাকিস্তান। ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে বিস্তর ব্যবধান ছিলো এ দুটি অংশের মধ্যে। পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের আগে পর্যন্ত দীর্ঘ ২৩ বছর ছিল পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক শোষণ-বঞ্চনায় নিগৃহিত হয়েছিলো।

এ বঞ্চনার প্রতিবাদে বাঙালিরা ১৯৪৮ সাল থেকেই প্রথম বিরোধীতা শুরু করে মাতৃভাষার প্রশ্নে। এরপর ধারাবাহিক আন্দোলনের ফলস্বরূপ ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পায় বাঙালিদের রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানীরা নির্বাচনের রায়কে না মেনে বাঙালিদের উপর চালায় নির্বিচার হত্যযজ্ঞ। এ হত্যাযজ্ঞের মূল নায়ক ইয়াহিয়া খান। তার ভাষায়, "তিরিশ লক্ষ বাঙ্গালিকে হত্যা কর, তখন দেখবে তারা আমাদের হাত চেটে খাবে।" সে পরিকল্পনা মতোই ২৫শে মার্চের রাতে পাকিস্তানী আর্মি অপারেশন সার্চলাইট আরম্ভ করে যার উদ্দেশ্য ছিল বাঙ্গালি প্রতিরোধ গুঁড়িয়ে দেয়া।

২৬-এ মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীর প্রায় ৯৩,০০০ সদস্য বাংলাদেশ ও ভারতের সমন্বয়ে গঠিত যৌথবাহিনীর কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এর ফলে পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশ নামে একটি নতুন স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের অবদান অপরিসীম। প্রতি বছর বাংলাদেশে দিবসটি যথাযথ ভাবগাম্ভীর্য এবং বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে পালিত হয়।

স্বাধীনতা একটি জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। কোন জাতির স্বাধীনতার অর্জনের মূহুর্তকে স্মরণ করার জন্য তার বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান প্রণিধানযোগ্য ভূমিকা রাখে। বর্তমানে বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে দ্রুততার সাথে। স্বাধীনতার চার দশকের মধ্যেই নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের কাতারে পৌঁছানো অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় অর্জন। গত পনের বছরে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ প্রায় ২৭ গুন বেড়েছে। বাংলাদেশের লক্ষ্য ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা। ২০৪১ সালে উন্নত দেশের কাতারে নিজেকে তুলে ধরা। এই স্বপ্ন দেখা সম্ভব হয়েছে স্বাধীনতা অর্জনের ফলে।

স্বাধীনতার দর্শন

আছির মাহমুদ

স্বাধীনতা এসেছিল কৃষ্ণচূড়ার মতো
অনেক রক্ত বুকে নিয়ে,
স্বাধীনতা এসেছিল কালবৈশাখীর মতো
ভীষণ তাণ্ডব মুখে নিয়ে-
স্বাধীনতা এসেছিল শীতের সূর্যের মতো
অনেক স্বপ্ন চোখে নিয়ে!

লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে এসেছে স্বাধীনতা
পেয়েছি পতাকা...
পেয়েছি মানচিত্র...
পেয়েছি জাতিসত্তা!

তবু দেখি আজো প্রতিক্রিয়াশীলের নখের আঁচড়ে
লুটেরাদের অবিরাম অস্থিমজ্জাসমেত শোষণে
ব্যর্থ রাজনীতির বীভৎস কোলাহলে
লুণ্ঠিত মানবতার তপ্ত উঠোনে
অসহায় রক্তাক্ত শুয়ে আছে
প্রিয় স্বাধীনতা!

স্বাধীনতার মৌলিক দর্শন ফিকে হতে হতে
হয়ে গেছে আজ পুঁজিবাদের এক বিলাসী স্বপ্ন!

জয় বাংলা

কবীর হুমায়ূন

জয় বাংলা! জয় বাংলা!! জয় বাংলা!!!
উত্তাল সমুদ্র মন্থনে উত্থিত একটি প্রত্যয়,
এটা কোন দলীয় শ্লোগান নয়;
বিজয়ের লক্ষ্যে বিজয়ীর গান,
ঝলসিত রৌদ্রে প্রেমময় অফুরান;
বাঙালির আত্মদান।
যুদ্ধে যাবার আগে
জয়ের একটি প্রেরণার মন্ত্র লাগে;
যুদ্ধ জয়ের শেষে
প্রাপ্তির উল্লাসে মুখরিত করে আকাশ-বাতাস,
ধুয়ে মুছে ফেলে হারানোর দীর্ঘশ্বাস;
ভুলে যেতে চায় হৃদয়-ক্ষরিত জ্বালা;
সে-ই মন্ত্র- জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা।

সাত মার্চ থেকে কালুরঘাট
অতঃপর, ষোল ডিসেম্বর পথ চলা
মোহিনী মন্ত্র সাধনা- জয় বাংলা।
প্রাণ-উৎসারিত প্রেরণা,
শুদ্ধতার, সুন্দরের অসীম মন্ত্রণা;
হেঁটে চলা নিরন্তর আলোকের পানে,
শুধু হেঁটে চলা জীবনের গানে,
পৃথিবী কাঁপানো অলৌকিক অমীয় বাণীর
ঝাঁঝালো শ্লোগান- জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা।

ওরে, ও বাঙালি!
এবার দে তালি, নতুন স্বপ্নের দিন!
জয় বাংলা বলে করবো রঙিন।
অন্ধকার চুরমার করা জীবনের প্রত্যাশায়
আলোকের দিকে ভয়হীন প্রেমিকেরা হেঁটে যায়।
হেঁটে চলা, শুধু হেঁটে চলা,
এ হেঁটে চলার অনন্ত প্রেরণা-
জয় বাংলা!
জয় বাংলা!!
জয় বাংলা!!!

এখনো হয়নি বিজয়

অনুপ মজুমদার

ইচ্ছে ছিল একদিন আমি মুক্ত বিহঙের মত ডানা মেলে উড়ে বেড়াব নির্ভীক
যেখানে খুশী যাব, উত্তর থেকে দক্ষিণে, দক্ষিণ থেকে উত্তরে
পূব থেকে পশ্চিমে, পশ্চিম থেকে পূবে, নীচ থেকে উঁচুতে, উঁচু থেকে নীচেয়
যেদিকে যেখানে খুশী ডানা মেলে আমি উড়ে বেড়াব
আমি বলব আমি স্বাধীন, আমি স্বাধীন, আমার আত্মা মুক্ত স্বাধীন
বহু বছরের পরাধীনতার গ্লানি থেকে নতুন চেতনায় মুক্তি পাবো
আমি পৌঁছে যাব স্বাধীনতার শান্তিকামী জীবনের পথে
আমি নতুন হব, আমি মানুষ হব, আমি পূর্ণ হব।

ইচ্ছে ছিল আমার দেশ হবে আমারই মনের মত
আমদের এ দেশ আবার হবে সেই সোনার বাংলা
জাতি-ধর্ম-গোত্র-শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবার সমান অধিকার, এক পরিচয়
কে বড়, কে ছোট, কার কি ধর্ম থাকবে না সে প্রশ্ন
এক মায়ের সন্তান সবাই, এক মায়ের কোলে সবারই আশ্রয় হবে সমান
একই আকাশে আমরা সবাই উড়ব নির্ভীক স্বাধীনতায় মুক্ত আনন্দে।

সবাই যুদ্ধ করেছে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে – সেদিন কারো অন্য কোন পরিচয় ছিল না
কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, জনতা, মেয়েরা, ছেলেরা, বড়রা, যুবকেরা, ছোটরা ...
সবার এক পরিচয়, মুক্তিযোদ্ধা সবাই, জয় বাংলা, জয় বাংলার জয়!

বিজয়ের দিন আবার এসেছে ফিরে বছর ঘুরে যেমন আসে প্রতিবছর
তবু প্রশ্ন প্রতিবার আমাদের কাছে, "সত্যি কি আমি তোমাদের বিজয়ের দিন?
তাহলে এখনো কেন দেখি দলে দলে লাঞ্ছিত মানুষের মিছিল
কেন দেখি মৃত্যুর দ্বারে একদল মানুষ এখনো ধুঁকে ধুঁকে মরে
কেন দেখি আগুনের লেলিহান শিখা এখনো পোড়ায় ঘরবাড়ী

নিরীহদের উচ্ছেদ করে সবলেরা, এখনো কেন হানাহানি
রোগের অন্ধকুপে ভুগে ভুগে কেন মরে যারা ছিল সংগ্রামী মুক্তিকামী
এখনো কেন শান্তি কেঁদে কেঁদে পথে পথে ভিক্ষা করে
শোষকেরা এখনো কেন গড়ে সম্পদের পাহাড় গরীবের ধন কেড়ে
কেন তারা লুণ্ঠন করে এখনো সর্বহারা মানুষের সম্মান?"

কোথায় হে মুক্তিযোদ্ধা সন্তান, অবহেলিত সকল সচেতন
এখনো তোমার দেশ, তোমার স্বপ্ন রয়েছে পরাধীন
ঐ শোন আহ্বান, থেম না তোমরা এখনো, এখনো হয় নি বিজয়,
চালাও সংগ্রাম, কর প্রতিষ্ঠা মানুষের অধিকার,
ঘুচাও চোখের জল, আন সাম্য-শান্তি-সম্প্রীতি পূর্ণ বিজয় কর অর্জন!

স্বাধীনতা তুমি

আল মামুন

স্বাধীনতা তুমি উঁচু বিল্ডিংয়ে উল্লাসী নাখোয়াজ,
স্বাধীনতা তুমি রাস্তার ধারে পথশিশুর আওয়াজ।
স্বাধীনতা তুমি মাইকের সামনে হাজার প্রতিশ্রুতি,
স্বাধীনতা তুমি মালতী দেবীর জীর্ণ পর্ণকুটী।
স্বাধীনতা তুমি মন্ত্রীসভায় হাজার আইন পাশ,
স্বাধীনতা তুমি শিশু-রাজনের অকাল মৃত্যুর লাশ।
স্বাধীনতা তুমি নারী অধিকারের বিশাল শ্লোগান,
স্বাধীনতা তুমি আমার বোনের নর্তকীর দিব্যগান।
স্বাধীনতা তুমি দেশের গণতন্ত্রে মুক্ত অধিকার,
স্বাধীনতা তুমি কলঙ্ক হাজার উপোষিতার।
স্বাধীনতা তুমি ত্রিশ লক্ষের স্বপ্নের ছবি আঁকা,
স্বাধীনতা তুমি লাল-সবুজে অভিশপ্তে রক্তমাখা।

সূর্যোদয়ের পথে

সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার মা আমার দেশ আমার মাটি
আমার রক্ত আমার প্রেম সোহাগ শীতলপাটি,
আমার স্বপ্ন আমার আশা আমার ভাষা
আমার খুশি আমার সুখ চরম দুঃখ নাশা।

তোমার কোলে তোমার বোলে তোমার গানে
বিজয় আনে সোনার ছেলে শহীদ প্রাণে,
প্রণাম নিও আশিষ দিও মোদের তরে
স্মরণ করি আজকে শুধু আপন করে।

আমরা দল আমরা ভাই মাটিতে ঠাঁই
একই অন্ন মুক্ত বাতাস বিজয় তাই,
মাতবো আজি খুশির গীতে সোনার ধন
থাকবো মোরা একই সাথে সবুজ মন।

খুশির আলো ছড়াক সবে হৃদমাঝারে
বিজয় রথে চড়বো মোরা প্রভাত দ্বারে,
হিংসা নয় দ্বন্দ্ব নয় বিভেদ দূরে
সাম্যের জয় গাইছি গান একই সুরে।

বিজয় দিবস

হোসনে আরা বেগম

বাঙালি জাতির ফুটন্ত সকাল ষোল ডিসেম্বর- বিজয় দিবস।
সময়ের শ্রেষ্ঠ যৌবনের উষ্ণ রক্তে গড়া;
শোধহীন রক্ত- মুক্তিযোদ্ধাদের।
তাঁরাই আমার ভাই,
তাঁরাই আমার বোন,
তাঁরাই আমার শুদ্ধতম প্রেমিক;
দেশ-প্রেমিকের উজ্জ্বল নক্ষত্র তাঁরা।

আজ কতো আনুষ্ঠানিকতা!
একত্রিশবার তোপধ্বনী,
রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ;
স্মৃতিসৌধে জনতার ঢল, পুষ্পাঞ্জলি,
সারি বেঁধে হাঁটা, নীরব প্রেমের শোক বিধুরতা!
মাঠে ময়দানে শ্লোগানে শ্লোগানে
জাগরণী গানে আকাশ বাতাস মুখরিত;
রেডিও-টিভির চ্যানেলে চ্যানেলে বিশেষ সংবাদ,
বজ্রের নিনাদ- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাত মার্চের ভাষণ।

ত্রিশ লাখ বাঙালির প্রাণ,
দু'লাখ মা-বোনের অপমানের গ্লানি
ভেসে উঠে সেলুলয়েড ফিতায়;
এ রক্তের ঋণ শোধ করবার গর্ব নিয়ে উজ্জীবিত
বর্তমান শ্রেষ্ঠ সন্তানের প্রতীক আমরা;
এসো, হাতে হাত ধরে আজকে শপথ করি-
এই বাংলাদেশ আমার,
এই বাংলাদেশ তোমার,
এই বাংলাদেশ আমাদের।
মহান বিজয় দিবস শুধু অনুষ্ঠান নির্ভর নয়;
আমাদের সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞ বেদনার স্মরণ,
প্রাণের গভীর থেকে।

১৬ ডিসেম্বর শেষ বিকালের উঠানে

শিমুল শুভ্র

আজো থামেনি সেই মায়ের কান্না,
শেষ বিকালের উঠানে,আলোর অন্ধকারের বার্তা,
কম্পিত শহরে,নগরে পোড়া বারুদের গন্ধে একাকার
স্বপ্নের কুসুমকলি যেন,গৃহকোণে বন্দি বিলাস
দেশ যে নির্বাসিত !!
থেমে ছিলো না ওরা,
পূর্বদিকে রবির আলোর ফসল বুনছে,তাকালে মনে হতো
ছোট্ট একটি ঘর তার উপর উড়ছে বাংলার বিজয় নিশান,
বালি মাটিতে স্বপ্নের খুঁটি শক্ত হয় না,তবু শুনি মুখরিত ঐকতান,
বিজয় নিয়ে ফিরবে খোকা ।

সেই দিন যেই মেয়েটি আলোর মিছিলে
পোষ্টার হাতে নিয়ে ছুটেছিলো,পরদিন তার হাতে রক্তাক্ত বিবস্ত্র,
হামাগুড়ি দিয়ে গাইছে স্বাধীনতার গান,ওরা ভয়ঙ্কর,ওরা হায়েনা,
তবু ও দমিয়ে রাখতে পারেনি,সেই সব বাংলার দামাল ছেলেদের
বিজয় নিয়ে ফিরবে ।

বিশ্বের বুকে দুর্ভাগা দেশ,দুর্ভাগা জাতি এই বাংলা
যাদের বুকে আছে শত কষ্টের ক্ষত,স্বজন হারানোর ব্যাথাতুর যন্ত্রণা
বীরঙ্গনার কষ্ট জলের বালি মাটির উপর ঢেউ এর উচ্ছ্বাস প্রতিপলে
যে ছেলে মাকে বলে গিয়েছিলো মা ফিরবো শীগ্রই এখনো সেই মা
অজ্ঞানের অন্ধকারে খোকা আসবে।

যে অন্তঃসত্বা নারীর বুকে ওরা হাল চাষ করেছিলো,
রাতের পর রাত,দিনের পর দিন,সুতাহীন শরীরে অকাল প্রসব করলো

অসময়ের অপুরন্ত ফুল,পাকশিবিরে এক বুলেটে দ্বিখন্ডিত করেছিলো মস্তক
আজো যেন সেই আত্নচিৎকার করে কেঁদে বেড়ায় ওরা হায়েনা ওরা দানব,
সেই মায়ের মন কেঁদে ভাসে নয়ন জলে।

অরণ্য স্তব্ধ, প্রতীক্ষা-উৎকীর্ণ চারিদিক,
কখন উড়বে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে কেন টুকরা স্বাধীনতা?
পার্কের মোড়ে, ঘরে, ময়দানে, মাঠে প্রান্তরে শত্রু আজ পরাহত সেই দিন,
১৬ ডিসেম্বর শেষ বিকালের উঠানে,আলোর অন্ধকারের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র
বাংলার স্বাধীনতা চুক্তিসনদ ।

আবার একটা যুদ্ধ হবে

বেরসিক পাঠক

হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ি
এইনা সুখের বেলা,
শত্রুরা সবাই খতম হলো
দামাল ছেলের মেলা!

একহাতে আজ চাঁদ হাসে
আরেক হাতে সূর্য,
আবার একটা যুদ্ধ হবে
বেজে উঠবে রণতূর্য!

ছেলে মেয়ে নাইতো ভেদ
দেশটা মোদের সবার,
দেশ গড়ার সেই যুদ্ধটাতে
নামতে হবে আবার!!

স্বপ্নের স্বাধীনতা

পল্লব

একটা দেশের মাঝেই ছিলো অন্য আরেক দেশ,
তাদের মাঝে বিভেদ ছিলো বেশ।
কারও হাতে শাসন ছিলো,
দেশ শোষনের আসন ছিলো,
সাথে ছিলো মনের মাঝে ভরপুর বিদ্বেষ।
তারা ভাবতো তারাই সব
তারা সব মহানুভব,
তাদের শাসন-শোষন চলবে অনিমেষ।

দেশের মাঝে অন্য জাতি, ক্লান্ত ছিলো তারা,
অত্যাচারে ছিলো দিশেহারা।
তাদের দেয়ালে পিঠ ঠেকলে পরে
উঠলো ফুঁসে হঠাৎ করে,
এক হলো সব ভাঙ্গতে সকল অনিয়মের ধারা।
সব ভেদাভেদ ছুঁড়ে ফেলে
কাঁধে কাঁধে সবাই মিলে
ঠিক করলো ভিনদেশীদের করবে যে দেশছাড়া।

তখন দানবেরা ন্যায়বিচারের কথা গেলো ভুলে,
তাদের মুখোশ গেলো খুলে।
রক্তহোলির মত্ত নাচে
অগ্নিশিখার তপ্ত আঁচে
নরক প্রলয় আনলো ধরায় বজ্রধ্বনি তুলে।
ভুলে সাম্যবাদের গান
তখন সেসব পাষাণ প্রাণ
করলো আঘাত মানবতার মূল্যবোধের মূলে।

সাথে চামচিকা আর ছারপোকারা নাড়লো সুখে দাড়ি,
বললো 'সুযোগ হেলায় কেন ছাড়ি?'
তারা পা-চাটা সব প্রাণী,
তারা কেমন সবাই জানি,
তারা সুযোগলোভী মানুষরূপি জন্তু এ দেশটারই।
দেশের বুদ্ধিজীবি মেরে
ঘরের মা-বোনদের ধরে
মনের সুখে লুটপাটে সব মাতলো তাড়াতাড়ি।

তবু দমন-পীড়ন অত্যাচারে কেউ থামেনি তাতে,
বরং সবাই অস্ত্র নিলো হাতে।
প্রাণের মায়া ছেড়ে
দেশের সবাই এলো তেড়ে,
নির্মমতার জবাব দিলো তুমুল প্রতিঘাতে।
দিকে দিকে উঠলো সাড়া,
বুঝে গেলো দানবেরা
চলবে না আর শাসন তাদের স্বাধীন এ দেশটাতে।

তখন পায়ের ফাঁকে লেজ ঢুকালো তারা,
জান বাঁচাতে তারাই দিশেহারা।
লাজলজ্জার মাথা খেয়ে
হুমড়ি খেয়ে পড়লো পায়ে,
বললো, 'এসব ঢেড় হয়েছে, এই বেলা চাই ছাড়া"।
সেসব চামচিকারাও তাতে
কেউ পালালো সাথে,
আর গর্তে গিয়ে মুখ লুকালো দেশে ছিলো যারা।

আমরা তখন সবাই খুশি, স্বাধীন এ দেশ বুঝি,
স্বপ্ন দিয়ে নতুন জীবন খুঁজি।
এ দেশ এবার নতুন করে
সবাই মিলে তুলবো গড়ে,
মনের মাঝে উদ্দীপনা আশাই ছিলো পুঁজি।
তখন শুধুই সুখের ঢেউ,
তখন তাই বুঝিনি কেউ
এই জগতে মিলে না যে কিছুই সোজাসুজি।

তাই আজও দেখি স্বাধীনতার তিন তিন যুগ পরে
দেশপ্রেমীরা ধুকে ধুকে মরে।
ক্ষমতাতে যে যায় দেখি
হরেদরে সবাই একই,
সবাই বুঝে দেশটা লুটে খাবে কেমন করে।
গর্ত ছেড়ে তাইতো আবার
এ দেশটাকে করতে সাবার
ছারপোকারাও বেড়ায় ঘুরে তাদের আঁচল ধরে।

হায় হতভাগা এ দেশ আমার, হতভাগা জাতি!
প্রতারণাই নিত্য যেন সাথী।
বারে বারে গর্জে উঠে
যতোবারই যাই না ছুটে
স্বপ্ন অধরাই থেকে যায় ধ্বংসে যতোই মাতি।
আমরা তবু হাল ছাড়ি না,
আমরা কারো ধার ধারি না,
আঁধার পারি দিতে জানি আসুক যতো রাতই।
আমরা বীর বাংলার জাতি।

ধর তলোয়ার

কল্লোল বেপারী

মরছে মানুষ পুড়ছে দেশ
আর্তনাদ শুনতে পাওনি তোরা?
বিবেক-বুদ্ধি নিরুদ্দেশ
ঘুম ভেঙে কি উঠবি না আর তোরা?

অগ্নিঝরা সুর বেজেছে
ঘুমিয়ে আছিস কারা
ওঠ লাফিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে
জ্বালা আগুন জ্বালা হতচ্ছাড়া।

চোখ বুজে কে বসে আছ
অন্ধ সেজে সুখের খোঁজে
ব্যাকুল হয়ে ঘূর্ণিপাকে পড়ছো অবিরত
যা ভুলে যা আত্মসুখের কথা
মানবতা আহত হলে মানুষেরই ব্যথা।

তোরা যদি উঠিস জেগে
বইবে ঝোড়ো হাওয়া
ধর তলোয়ার!
পিশাচ বধে হবে রে আজ
শান্তির গান গাওয়া।

ধর তলোয়ার!
বিজয় হবে সত্যের পথে সদা
ধর তলোয়ার!
ডাকছে তোরে দিন-মজুরের ঘামে
ধর তলোয়ার!
আসবে স্বর্গ ধরণীতে নেমে।

১৯৭১

আশিকুজ্জামান

ওরা এদেশের মানুষ চায় না, মাটি চায়
তাই পঁচিশে মার্চের নীরব রাতের কালো আঁধার ভেঙ্গে
নিরীহ ঘুমন্ত মানুষের বুক তাক করে
অর্তকিতে গর্জে উঠেছিল পাকিস্থানী শাসকদের নিষ্ঠুর কামান।
ছাত্র, শিক্ষক, সাংবাদিক
সব পাখির মতো মরে পড়ে রইল এখানে ওখানে।
প্রেসক্লাব, ছাত্রাবাস পরিণত হলো এক ধ্বংস স্তুপে।

চারিদিকে বিভিষীকার আতংক
বাঁচার আশায় ঢাকা ছেড়ে দ্বিকবিদিক ছুটছে মানুষ
তাদের পিছে পিছে ছুটছে হানাদার হায়েনার দল
মাঝে মাঝে গর্জে উঠছে কামানের নল।

তারপর জন্ম নিল এক নতুন চেতনার
তাড়া খাওয়া মানুষগুলো ঘুরে দাঁড়ালো
পিঠের বদলে কামানের সামনে বুক পেতে দিলো
বাঁধা পেয়ে ক্রোধে ফেটে পড়লো শাসকের দল
বসতভিটায় আগুন লাগিয়ে দিল জনপদের পর জনপদ
যুবতি মেয়েদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেল
বাবার সামনে মেয়ের, স্বামীর সামনে স্ত্রীর স্বভ্রম কেড়ে নিল
শিশুদের শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে গুলি করে মারল।

দিশেহারা মানুষ
কোনমতে ঠাঁই পেল সীমান্তের ওপারে আশ্রয় ক্যাম্পে
পেটে ক্ষুধা বুকে প্রতিশোধের আগুন
এক চোখে স্বজন হারানোর বেদনা, অন্য চোখে খুনের নেশা।

অত্যাচার ভোগ করা মানুষগুলোর চোখে আগুন ঝলসে উঠলো
বাঁচার বদলে জীবন দেওয়ার শপথ নিল
যারা জীবন দিতে জানে তাদের কে থামাতে পারে!
পৃথিবীর বুক কাঁপিয়ে জানিয়ে দিল তারা মুক্তিযোদ্ধা
ধীরে ধীরে আতংক শোষকদের গ্রাস করল
তারপর মুক্তি বাহিনীর বাড়ল সাহস, বাড়ল বাংলাদেশের সীমানা
একে একে পতন হলো দখলদারদের আস্তানা।

তারা পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে
বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের রাতের আঁধারে ধরে নিয়ে গেল
আর ফিরলো না সেইসব সন্তানেরা!
অগণিত লাশের স্তুপের মাঝে পাওয়া গেল তাদের ক্ষতবিক্ষত মরদেহ
সেই লাশের গন্ধমাখা বাতাসে উড়লো লাল-সবুজের বিজয় পতাকা
পৃথিবীর মানচিত্র ঠেলে বেরিয়ে এলো একটা দেশ বাংলাদেশ।

বিজয় দিবস

ড. সুজিতকুমার বিশ্বাস

আজি বিজয় দিবসে! আনন্দেতে মেতে
ওঠা, এ বাংলাদেশের গৌরবের দিন
আজ; ঘোচাব সকলে মাতৃভূমি ঋণ;
এই পূর্ণ দিনে আজি, মুক্তপ্রাণ পেতে।
আজ এ খুশির দিনে, কাছে এসো সাথি-
শান্তিক্ষণে রক্ত-বন্যা দেখি চিরন্তন
আজি; মুক্তিযোদ্ধা রূপে মোরা ভাই-বোন
বিজয় দিবস তরে, বিজয় অতিথি।

উচ্ছ্বাসে মেতেছে প্রাণ! আনন্দিত মন!
আকাশে পতাকা তুলি; বিজয়ের গান
নতুন প্রভাতে এল, শুভ প্রতিক্ষণ
স্বাধীন দেশের মাঝে; রক্ত-স্নেহ দান।
চোখেতে খুশির মেলা, হাসিতে সবই-
আমার সোনার দেশ হোক চিরজীবী।

বিনম্র শ্রদ্ধা প্রিয়

মোঃ সানাউল্লাহ্

তোমাদের খুনে পেয়েছি স্বদেশ
শহীদ হয়েছো ভ্রাতা,
তোমাদের ত্যাগে এসেছে মুক্তি
স্বপ্নীল স্বাধীনতা।

লাল সবুজের মাঝে পাই আমি
একটু সুখের ঘ্রাণ,
শিশির ভেজানো মুক্ত সমীরে
সিক্ত হয়েছে প্রাণ।

মায়ের আঁচলে ছায়া খুঁজে পাই
শুনি দোয়েলের গান,
ভুলি নাই প্রিয় শেকড়ের কথা
তোমাদের অবদান।

স্বদেশের মাটি সবচেয়ে খাঁটি
মাথা গুঁজিবার ঠাঁই,
ভালবাসি প্রিয় তোমাদের বেশি
যাহার তুলনা নাই।

মায়া ভরা গাঁয়, গাছের ছায়ায়
সবুজ স্বপ্ন দোলে,
রেখো মা ওদের আবেগে জড়িয়ে
মমতা মাখানো কোলে।

আমি মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি

ফয়েজ উল্লাহ রবি

আমি মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি শোনেছি দাদুর মুখে
পরিবার নিয়ে ছিল সবাই, নয়তো এতো সুখে
অভাবের সংসার ছিলনা উন্নতি, সদাই থাকতো দুঃখে
এক বেলা খাবার মিলে তো, দুই বেলা ভুখে।

কর্মসংস্থান ছিল না এতো, নয় কল কারখানা
পূর্ব পাকিস্তানি বাঙালী বলে ছিল শুধু বঞ্চনা
মনে মনে হজম করেছে কতো যে যন্ত্রনা
স্বাধীনতা ছাড়া নেই উপাই এই ছিল জল্পনা।

শিক্ষা-স্বাস্থ্য-প্রগতি সব খানে ছিল দুর্গতি
সমাজ ব্যবস্থায় শিরায় শিরায় ছিল দুর্নীতি
শাসনের নামে চলতো শোষণের ভেড়ী
শ্বাস নেয়াও কঠিন ছিল, হিসেব নিত তারি।

কারফিউ লেগে থাকতো বছরের বার মাস
প্রাণ খুলে বাঁচিবে নেই আশা, গলায় ছিল ফাঁস,
মুক্তির উপায় খুঁজে ক্লান্ত সবাই জীবন নাভিশ্বাস
বাংলায় জন্ম নেয়াই যেন ছিল অভিশাপ।

ধারে এসে দাঁড়ালো একাত্তর স্বাধীনতার সাল
তরুণ, যুবক, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র জনতা জ্বালালো মশাল
অবাক নয়নে তাকিয়ে বিশ্ব সভা, পাকিস্তানী হতাশ
এলো বাঙালীর মুক্তির স্বাধ, এই অর্জন বিশাল।

লাল সবুজের নিশান

অনিরুদ্ধ বুলবুল

নিজের যা অধিকার – সে-ই না স্বাধিকার!
সে কি ছেলের হাতের খেলনা ?
লক্ষ ভাইয়ের তাজা লহু অযুত মায়ের কান্না,
বীরাঙ্গনার গ্লানির বিষাদ, আমজনতার ফ্যাসাদ।

নয় মাস মা গর্ভ ধরে যেমন কষ্ট করে
নয়টি মাস; তার ছেলেরা জীবন-বাজী পণ করেছে
রুখতে জানোয়ার, রাখতে মায়ের মান
লক্ষ মানুষ মাঠে-ঘাটে প্রাণ দিয়েছে বিপন্নতায় হেসে।

নয়টি মাসের কষ্ট শেষে রক্ত নদীর ধারায় ভেসে
জন্ম নিলো নতুন শিশু লাল সবুজে মুড়ে
স্বজনহারা আমজনতা, দেশের মানুষ দুঃখ ব্যথা ভুলে
বিপুল আশায় করলো বরণ তাকে -
মায়ের চোখের মুছবে পানি, বোনের ঠোঁটে হাসি,
ভাইটি আবার গড়তে স্বদেশ বুক ফুলিয়ে লড়বে:
যুগান্তরের পরেও কেন
তারাই আবার স্বাধীনতাটা খুঁজবে ?

অর্থবহ করতে হলে স্বাধীনতার মান
জনগণকে পেতেই হবে স্বাধিকারের সম্মান
দুষ্ট গরু গোয়াল ঝেড়ে করতে হবে সাফ
হিংসা-দ্বেষ বিভেদ ভুলে উড়াই এসো লাল সবুজের নিশান।

বিজয় দিবসের অঙ্গীকার

মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান

বছর ঘুরিয়া আসিল আবার
বাঙালির বিজয়ের মাস
পথে-প্রান্তরে তাই করিছে সবাই
বিজয়ের উল্লাস।

আনন্দ আজ বাধ ভাঙ্গিয়াছে
আসিয়াছে খুশির জোয়ার
আশার আলোয় ভরিয়াছে জীবন
কাটিয়া গিয়াছে আঁধার।

মনের আকাশে ঝরিছে আজ
জোছনা রাশি রাশি
বেদনা ভুলিয়া সবার মুখে
ফুটিয়াছে বিজয়ের হাসি।

এই হাসি আর আনন্দের
না হয় যেন শেষ
বিজয়ের গৌরব রাখিতে সমুজ্জ্বল
গড়িতে হইবে দেশ।

স্বাধীনতা আনিয়াছি, থাকিব স্বাধীন
এই হোক আজকের অঙ্গীকার
শহিদের রক্তের বদলা নিব
বধ করিয়া সব রাজাকার।

আমার সোনার বাঙলা

গোলাম রহমান

এক)

কেন ওরা এমন ভাষায় কথা বলে
তিনশ বছর তিরশ বছর আগের ভাষায় ?

খোলা আকাশের এই এক মুঠো মাটি
কেন ওরা ফেলে দিতে চায় আঁধার নরকে ?
গর্ত থেকে বেড় হয়ে এসে ভুলে গেছে সব ;
প্রজ্বলিত আগুনে পোড়ার ভয় নেই কি ওদের ?

এতোটা সাহস কি করে হয় ওদের
তিরিশ বছরে আমাকে এতোটা বৃদ্ধ ভাবার ?

ভুল ভেবনাকো শেয়ালেরদল –
সহনশীলতা মানে দুর্বলতা নয় ,
গণতন্ত্র মানে বলগাহীনতা নয় ।
সাবধান করে দিচ্ছি –
আমার হাতের কব্জিটা এখনো
তিরিশ বছর আগের মতন শক্তিময় !

দুই)

যৈবতীকন্যার আর কোনো কষ্ট নেই
চল্লিশ বছরধরে বিমর্ষ বদনখানি তার
পূণ্যতায় ধুয়েমুছে হয়েছে কান্তিময়
অনিন্দিতা আমার স্বাধীনতা ;
দাম্ভিকদানব ঝুলছে ফাঁসিতে
আম্রকাননে মহা বিস্ময় !
আমাদের কলঙ্ক মুছে গেছে অনেকটা
কালোমেঘের বুরুজ ভেঙে
রক্তিম সূর্য দেখা দিয়েছে
সবুজ অরণ্য মাঝে,
একাত্তর এর মাজা ভাঙা মানুষেরা
আজ আর বৃদ্ধ নয়
নেই কোনো ক্ষত দেহে তাঁর
পালিশ করা জীবন
“ আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালোবাসি ” !

অঙ্গীকার

স্বপন কুমার দাস

ইতিহাসের পাতায়
বাংলাদেশের লিখেছো নাম
বাংলা মায়ের দামাল ছেলে
অমর শহীদ শতেক সালাম।

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়"
রক্তের বিনিময়ে ছিনিয়ে এনেছ তাই।

কৃতজ্ঞ দেশ গাইছে তোমাদেরই জয়গান
এ অমুল্য ধন, প্রণামেই দিই প্রতিদান।

লাঞ্ছিত মা ধর্ষিত বোন
রক্তে মেরুন মাটি
তাঁদেরই প্রতীকে উড়ছে পতাকা
দুর্বৃত্তের এ দুর্জয় ঘাঁটি।

বিজয় দিবসে উৎসবে মাতি
যাঁরা দিয়ে গেলো অধিকার
সোনার বাংলাকে সজ্জিত করার
ষোলোর প্রভাতে হোক অঙ্গীকার।

ভালোবাসা বাংলাদেশ

হাসান ইমতি

মরন খেলায় আমরা জিতেছি বারবার,

অন্যায় অনাচার সব জ্বলে পুড়ে ছারখার,

কখনো ছাড়িনি আমরা সবুজ স্বপ্নের হাল,

রেখেছি বাঁচিয়ে সদা জাগরুক আশার পাল,

বুকের ভেতর দ্রোহের গাইতি কোদাল,

সাবধান নব্য হায়েনা ও কুগারের দল,

আমরা কখনো হারাইনি মনের বল,

প্রিয় পতাকা আমাদের সবুজ লাল,

বুকের রণাঙ্গনে জাগায় বিজয়ের রেশ,

শুভ জন্মদিন, ভালোবাসা বাংলাদেশ....

সাহসের ঘোড়া

মোঃ ফিরোজ হোসেন

সুজলা সুফলা শ্যামল মাতৃকার
অমলিন রূপ, রস, গন্ধের দেশপ্রেম নির্যাসে
বেড়ে ওঠা নির্ভীক স্বাধীন চেতন
একদা আমরা ভারী অদম্য ছিলাম
আমাদের বুকে ছিল না ভয়ের কোন লেশ
স্বশ চেতনে, আপন পায়ে পায়ে
সংগ্রামী ছুটে চলা কাল হতে কালে ।

শশাঙ্ক হতে একাত্তর, মুক্তিযুদ্ধ
অগণন দুঃসাহসী সিনাটান সংগ্রামী যোদ্ধা
আপোষহীন অকুতোভয় বীর
নতি করেনি স্বীকার, নেয়নি মেনে কভু
রক্তচক্ষু, অধীনতা, কোন গোলামীর জিঞ্জির
অনেক সম্প্রদান, সাহসী রক্তের ধারায়
অবশেষ পেলাম আমরা
এক লাল-সবুজের পতাকা, বড়ই প্রিয় একটি দেশ ।

অথচ এখন জরা, জড়তা ভর করেছে ভীষণ
জানিনা কেন শিরদাঁড়া একটু বাঁকা
ক্ষীণবলে কোমর যেন নুয়ে পড়তে চায় ।

কোথায় জননী তোমার কোমল হৃদয়
কৃষক-শ্রমিক, সবুজ, ফসলী নিঃশ্বাসের নির্যাসমাখা
শিশিরস্নাত নিসর্গের আবেশিত শুশ্রূষার হাত
যে হাত মিলিয়ে দেয় বক্ষ বিদীর্ণ ভয়ানক ক্ষত
সে হাত ফিরে পেতে বড়ই উতলা এখন
তার শ্যামল কোমল ছোঁয়ায় হবো চমকিত সজাগ
সতেজতায় তৃপ্ত হবে প্রাণ
তেজী হবে দুরন্ত সাহসের ঘোড়া ।

বিজয় দিবসের গান

খলিলুর রহমান

আয় রে আয় বাংলাদেশী আয় রে ছুটে আয়
এসেছে আজ বিজয় দিবস আনন্দে গান গাই।

প্রাণের দানে আনলো বিজয় যুবক যুবতী
তাই মোরা আজ স্বাধীন দেশের স্বাধীন ভূপতি
এ দেশ ভরা ধন ও ধান্যে
ছয়টি ঋতুর রূপ লাবণ্যে
তাই আজও সেই মায়ের জন্যে চরণ ধুয়ে সাগর বয়ে যায়।

প্রাণের দানে আনলো যারা এমন সোনার দেশ
হাজার দানেও হবে নাকো তাঁদের ঋণের শেষ
ইতিহাসের পাতায় পাতায়
বীর শহীদের হাজার গাঁথায়
বাংলাদেশীর মনের খাতায় এমন দেশের মতো দেশ আর নাই।

দিন মজুরের শ্রমে গড়া এমন সোনার দেশ
স্বর্গে গিয়েও গর্ব মোদের হবে নাকো শেষ
হাজার রকম ফসল ফলে
সোনার মাটির মিষ্টি জলে
আম, জাম আর কাঁঠাল ফলে স্বর্গ থেকে আসা সুবাস পাই।

হে মহান বিজয় তোমার স্মরণে

পল্লব কুমার

দেখিনি বায়ান্ন, চুয়ান্ন কিংবা
ছেষট্টির মুক্তি-সনদ,
দেখিনি আন্দোলনের মুখে
ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান;
যখন অবনত শাসকের মস্তক।
ছিনিয়ে নেওয়া সত্তরের বিজয়ে;
স্বৈরাচারীর পদতলে পিষ্ট যে মুক্তির আহবান,
একাত্তরে এসে ভাঙল শিকল
স্বার্থক বীর-সন্তান, স্বার্থক তোমাদের অবদান।
দানবের থাবা থেকে মুক্তি পেতে
বিভীষিকাময় অক্লান্ত রাত-ভোর;
পরাধীনতার গ্লানিতে বিষাদী আকাশ
মায়ের শূন্য বুকে তপ্ত রোদ্দুর,
প্রিয়ার চোখে চাতকের চাহনি
ভাইহারা বোনের করুণ সুর।

কত মায়ের বুক খালি করে!
ভস্ম দেহ দগ্ধ হৃদয়ে;
বক্ষভেদী নয়ন বারি ধারায়
এলো স্বাধীনতা মোদের ঘরে,
লালিত স্বপ্নে বীরের বলিদানে স্বর্গ হল রচনা।
সেই স্বর্গ, সেই প্রাপ্তি যে অমূল্য!
আজও তবু কেন মানুষ বিবেক শূন্য ?
নির্যাতিত হয় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা;
মানুষ কেন এতো হিংস্র, এই কি মুক্তির নমুনা ?

কবে হবে মানবতার বিজয় ?
লাল-সবুজের এই বাংলায়;
আবার তবে, হবে কি যুদ্ধ?
এবার কে পক্ষ কেবা প্রতিপক্ষ ?
গণতন্ত্র কি খেলনা কোন-
রাজনীতি আর কূটনীতির ভোগ-পণ্য ?
যখন যার খুশি মারবে লাথি
ঠেলায় পড়লে করবে মিনতি;
উন্মাদনায় প্রলাপ বকে, ক্ষমতা পাওয়ার জন্য।
গণতন্ত্র যদি হয় উৎস, সকল শক্তির আধার
তাহলে তাকে অথর্ব করে, চলবে কত আর ?

আজ বাংলাদেশের জন্মদিনে করাতে চাই স্মরণ;
অগণিত শহীদের রক্তে ভেজা, যে অমর অনুপ্রেরণা!!
সেই মাটিতে এতো দুর্নীতি অনিয়ম
এ শুধু লজ্জার নয়, বিজয়ের চরম অবমাননা।

বীর শহীদদের স্মরণে

মৌটুসি মিত্র গুহ

কত শত প্রাণ দিল বলিদান
রক্তের বিনিময়ে রেখে গেল মান!
ইতিহাস বলে চলে সেদিনের কথা
আজও হৃদয়ে বাঁচে লক্ষ শহীদ ভ্রাতা!
ত্রিশ লক্ষ বাঙালির উষ্ণ তাজা প্রাণ
দু'লক্ষ মা বোনের অপমানের দান!
ঘরে এল স্বাধীনতা বিজয়ের রথে
বাঙালির মুখে হাসি বাংলার পথে!
লাল সবুজের দেশ পেল নব পরিচয়
একসুরে বেজে ওঠে বাংলাদেশের জয়!

বাংলা স্বপ্ন আশা বাংলা আমার ভাষা
মন প্রাণ সঁপে দিয়ে বাংলাকে ভালোবাসা!
রক্ত ঝরানো পথে শহীদের অবদান
প্রাণ দিয়ে আগলে রাখি যেন তার মান!
হিংসা বিবাদ ভুলে এক সূত্রে বাঁধি প্রাণ
এক সুরে গাই যেন জীবনের জয়গান!
দৃপ্ত কণ্ঠে আজ বলি যেন একসাথে
মুছে যাক গ্লানি যত বাঁধি বুক আশাতে!
সুজলা সুফলা সোনার এই বাংলা
একতাই বল তার নয় সেতো অবলা!

১৬ই ডিসেম্বর বিজয়ের দিবসে
শহীদ স্মরণে আজ বাংলা যে ভাসে!
আনন্দ উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠে মন প্রাণ
গৌরবের দিনে গাই বিজয়ের জয়গান!
নতুন প্রভাতে আজ এই শুভক্ষণে
সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই শহীদের স্মরণে!
শুদ্ধ চিত্ত আর শুভ্র মননে
শতকোটি প্রণাম জানাই মায়ের চরণে!

বুকটান

সাবলীল মনির

শেয়ালের ডাক । জবুথবু শীতে
রাত দুপুর হলেই শুরু হবে লংকাকান্ড
অথচ পাখির কোন বিয়োগল লাগেনা
কিছু সুর বুকের মধ্যে কান্নার মত
দলা পাকিয়ে বেজে উঠে

এভাবেই চলছে পঁয়তাল্লিশ বছর...
পাখির জন্যে বিস্ময়কর আয়ু বটে

প্রতিবছর'ই কিছু শেয়াল, গভীর রাতের পর
গর্ত ও আখ ক্ষেত থেকে বেরিয়ে আসবে
বিশ্বস্ত বন্ধুর মতো, কুকুরের সাথে
থোকা থোকা আলোর ফুলের মধ্যে

এসব দেখার অভিজ্ঞতা পাখির অনেক হয়েছে ।

তোমার মুখে দেখলে হাসি

নূরুল ইসলাম

সোনার দেশে জন্মেছি মা তোমায় ভালবাসি;
তোমার মুখে দেখলে হাসি, আমি হই-গো খুশি।

কি অপরূপ বদন খানি দেখলে প্রাণ জুড়ায়;
মায়া ভরা আদর-সোহাগ আছে যত ছড়ায়।
সেই পরশে লালন কর আঁচল দিয়ে ঢেকে;
ফসলের মাঠে নদীর ঘাটে অঙ্গে সবুজ মেখে-
থরে-থরে সাজায়ে রেখেছ শত রাশি-রাশি ।।

হাজার নদীর জলে ভরা জ্যোৎস্না মাখা রাত;
রূপকথার-ই গল্প-গাঁথায় ফুরিয়ে আসে প্রাতঃ।
শিশির ভরা ঘাসের ডগায় মুক্তোর মতো জ্বলে;
লক্ষ মানিক ঝিলিক দেয় সূর্য উঠার কালে-
বর্ণালী আলোর মেলায় বিলায় ভোরের রশ্মি ।।

গাছে-গাছে পাখি ডাকে ফাগুনেতে কোকিল;
মিষ্টি-মধুর সুরে ভাসে ফুলে-ফুলে রঙিল।
ছয় ঋতুর নানান রঙে ভরা তোমার দেহ;
ভালবাসায় মুগ্ধ থাকি ভুলি না গো কেহ-
সুখে-দুখে তোমার সেবায় আমরা ভক্ত দাসী ।।

তোমাদের স্মরণে

রাসেল আহাম্মেদ

সদর, তাজ তোমাদের লাল সবুজের সালাম
একাত্তরের যুদ্ধে বিলিয়ে দিয়েছো আপন প্রাণ।
স্বাধীন একটা দেশের জন্য করেছো সংগ্রাম,
ভয় পাওনি কখনো তুমি রাখতে মায়ের মান।
রেখেছো যে জীবন দিয়ে বোনের ইজ্জতের দাম,
রেখেছো তোমরা বুকে রক্ত দিয়ে জাতীর সম্মান
মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে তুমি গেয়েছো জয় গান,
স্বাধীন একটা দেশের জন্য ঝরিয়েছো যে ঘাম।
তোমাদের ত্যাগেই পেয়েছি আনন্দের এই ক্ষণ
তোমাদের কথা পড়তে মনে চোখের কোনে জল
তোমার নামেই ভোরের পাখি গাইছে দেখ গান।
তোমাদের স্মরণে নেমেছে দেখ রাজ পথে ঢল
তোমার আদর্শ আমাদের করে আজ অনুপ্রাণ
চোখ মেলে দেখ তোমার স্বপ্ন হয়েছে যে পূরণ।

২৫ বছরের ইতিহাস

মোনায়েম সাহিত্য

শোষণ-নিপীড়ন-নির্যাতনের কান্না যায় কি শব্দে লেখা ?
যে কান্নার শেষে বিজয়ের হাসি তা কাব্যে হোক দেখা।
'হাতে বিড়ি মুখে পান লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'
তথাকথিত মুসলমানদের মুখে ধর্মান্ধের স্লোগান।
শয়তানের সব শয়তানি হার মানালো পাকিস্তানি,
জিন্নাহর সব কুটচাল যে হলো না তো জানাজানি,
দ্বি-জাতি তত্ত্বের ধোঁয়া তুলে ঐক্যের হয় অবসান,
আর উপমহাদেশ ভারত ভেঙ্গে হলো যে খান খান,
সোহরাওয়ার্দীর যুক্ত বাংলা, শেরেবাংলার আন্দোলন
'কলকাতা রক্ষা' ব্যর্থ, বাংলা বিভাজনের শেষ ক্ষণ।
করিমগঞ্জ সিলেটছাড়া হলো, দার্জিলিংটাও এলো না,
আসাম-কলকাতা গেলো, বাংলাদেশ তা পেলো না।
যে বাংলার মানুষের দেয়া ভোটে এলো পাকিস্তান
সেই মানুষের মুখে হতাশা, ফের মুক্তির পথে টান।
আট মাস পার হয়ে গেলো, মেলেনা জিন্নাহর দেখা,
প্রতারণা, শোষণ, বঞ্চনা যে কপালের উপর লেখা।
আট মাস পর জিন্নাহ এলেন, সবার মনে নব আশা,
জিন্নাহ বলেন, পাকিস্তানে একমাত্র উর্দুই রাষ্ট্র ভাষা!
দল গঠন হয়'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম' নামে
ভাসানী, সোহরাওয়ার্দী, শামসুলের দেশপ্রেমের খামে।
'নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম' দল গঠন করে
সোহরাওয়ার্দী এবার মানুষের ভাষা নিলেন উচ্চে ধরে।
এ দেশের মুখে যে মায়ের ভাষা তা জীবন থেকে বড়,
জীবন দিয়ে, রক্ত দিয়ে সে ভাষার মানকে রক্ষা করো।

প্রতিবাদে মুখর ঢাকার সড়ক, 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই'
রফিক, শফিক, জব্বার, বরকত প্রাণ ঝরালেন তাই।
শেরে বাংলার প্রতিবাদী হাত নতুন এক দলকে গড়ে
'কৃষক শ্রমিক পার্টি' নিয়ে জনতাকে দেন সাহসে ভরে।
ঐতিহাসিক নির্বাচন হলো, মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয়,
যুক্তফ্রন্টের বিশাল বিজয় এলো, শেরেবাংলার বাংলা জয়।
পরের ক'বছরে বেশ জটিল হলো সব প্রতিবাদের ছন্দ,
পশ্চিম পাকিস্তানে ষড়যন্ত্র আর এ বাংলায় নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব।
পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদে মারামারি-আক্রমণ
প্রতিবাদের আগুন চুপসে যায়, পাল্টে যায় তার ব্যকরণ।
শেরে বাংলার ইহধাম ত্যাগ, এরপর শরিফ শিক্ষা কমিশন
বাংলায় ফের আগুন জ্বালায়, শুরু ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন।
বৈরুতে সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর রহস্যের গন্ধ বেশ ছড়ায়,
আন্দোলন আরো তীব্র হলে তা পাকিস্তানের বুক নাড়ায়,
আইয়ুব খান জয় করলেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতির পদ,
কূটচালে আর ঝুটঝামেলায় বাঁধালেন তিনি বড় বিপদ।
ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বেঁধে গেলে বাংলার ভাগ্যে শনি,
তাসখন্দ চুক্তিতে যুদ্ধ শেষ, আর আইয়ুবের পরাজয় ধ্বনি।
তাসখন্দ চুক্তি জায়েজ করতে গোল টেবিল বৈঠক ডাকা,
শেখ মুজিবও উপস্থিত, তাই ছয় দফা দাবিটাও হলো হাঁকা।
শেখ মুজিবের দাবির মুখে আইয়ুবের চোখ রাঙ্গানিই রবে,
তিনি বললেন, অস্ত্রের ভাষায় ছয় দফার জবাব দেয়া হবে।
পূর্ব পাকিস্তানে মুখে মুখে যখন জনপ্রিয়ত ছয় দফা দাবিটার
পশ্চিম পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রে তখন শেখ মুজিব হন গ্রেফতার।
শেখ মুজিবসহ অনেকেই বিদ্ধ হন পাকিস্তানের সন্দেহ-তীরে
তাঁরা নাকি আগরতলা বৈঠক করেন স্বাধীন বাংলা ইস্যু ঘিরে।
বানোয়াট আগরতলা মামলা হলো, গ্রেফতার হন অনেক নেতা,
ভাসানির নেতৃত্বে আন্দোলন তীব্রতর হলো পূর্ব পাকিস্তানে,

অন্যায় মামলা-হামলা, অহেতুক গণগ্রেফতার কেউ না মানে।
পুলিশের গুলিতে ছাত্রনেতা আসাদ শহীদ, শাসক বেসামাল,
সার্জেন্ট জহুরুল হক হত্যার পর পুরো পূর্ব পাকিস্তান উত্তাল।
ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের ক্ষমতা নিলেন, আইয়ুবের পতন,
পাকিস্তানে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয় দেশব্যাপী নির্বাচন।
'একমাথা একভোট' নীতি ছড়াতে পারেনি ভীতি একটি বার,
ভাসানির নির্বাচন বর্জনেও আওয়ামী লীগের যে জয় জয়কার।
'বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী,' ঢাকায় বলেন ইয়াহিয়া,
বিরোধী দলে বসতে রাজি নন ভুট্টো, বাঁধ সাধতে হন মরিয়া,
ভুট্টোর বিরোধিতায় পুরো তাল মেলান পাকিস্তানী জেনারেলগণ,
ক্ষমতা হস্তান্তরে অহেতুক দেরি, ক্ষমতা হারাতে তারা রাজি নন।
৭'ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ, 'বাংলার মানুষ মুক্তি চায়'
'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' উত্তাল হয়ে ছড়িয়ে যায়।
৯-এ মার্চ ভাসানি-আতাউর খান সে হাওয়ায় দেন অগ্নি ঝাঁক,
বঙ্গবন্ধুর পর তাঁরাও দিলেন পূর্ণ স্বাধীন বাংলাদেশের ডাক।
ইয়াহিয়া খান ঢাকা এলেন, মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠকে নেই গতি,
এক ব্যর্থ বৈঠকের আড়ালে পাকিস্তানীদের ব্যাপক যুদ্ধের প্রস্তুতি!
২৫ মার্চের কালো রাত্রিতে শুরু হলো সকল মাবনবতার ভঙ্গ ক্ষণ,
নিরস্ত্র বাঙ্গালীদের উপর পাকিস্তানী সেনাদের অতর্কিত আক্রমণ।
মানলো না মানবতা, মানলো না সভ্যতা, মানা হলো না যে ধর্ম,
হত্যা হলো, রাহাজানি হলো, হলো ধর্ষন, হলো যতো অপকর্ম।
দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ হলো, তিরিশ লক্ষ প্রাণ গেলো বয়ে রক্তঢেউ,
তিন লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রম গেলো, পুড়ে ছাই হলো কেউ কেউ।
শত্রুপক্ষের আত্মসমর্পণ হলো, হলো পশ্চিম পাকিস্তানীদের পরাজয়,
পৃথিবীর মানচিত্রে হলো একটি নতুন স্বাধীন দেশের উজ্জ্বল অভ্যুদয়।
সুকান্তের ভাষায়, 'সাবাশ বাংলাদেশ ! এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়
জ্বলে পুড়ে মরে ছারখার তবু মাথা নোয়াবার নয়' হার মানবার নয়।

রক্তনদীর উজান বেয়ে এসেছে বিজয়

শাহিন আলম সরকার

দু'লাখ মা-বোনের বিনিময় সম্ভ্রমের
ত্রিশ লাখ শহিদের আত্মদানে
বিজয় ঘন্টা বেজেছে মোদের
নয় মাস মুক্তিযুদ্ধ শেষে।

পঁচিশে মার্চ কাল রাতে
রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শুরু হয়
অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে
১৬ই ডিসেম্বর হয় বিজয়।

রক্তনদীর উজান বেয়ে এসেছে
আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিজয়
বুকের রক্ত দান করে
হেসেছে বাঙ্গালীর কোটি হৃদয়।

যাদের দ্বারা স্বাধীন মোরা
শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করি
বাঙ্গালী তাদের ভুলবে না
হৃদয়ে তাদের ছবি আঁকি।

বিজয় দিবসে শপথ নিতে
এগিয়ে এসো ভাই সবাই
স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন রেখে
চল আমরা এগিয়ে যাই।

মহান বিজয় দিবসের রেশ

শাহীন আহমদ রেজা

মহান বিজয় বাংলায় এসেছিলে
একাত্তরের ১৬ই ডিসেম্বরে
সেই থেকে এদিনে তোমায় বরণ করে
তারারা মিটিমিটি হেসে অম্বরে।

প্রথম প্রহরে পুষ্প গন্ধে মোহিত হয়
বাংলার প্রতিটি শহীদ মিনার
দেশপ্রেমীরা শহীদদের শ্রদ্ধা জানান
ফুল দিয়ে ভরে দুর্গের কিনার।

পূর্ণিমার চাঁদ এসে চুমো খায়
মহান বিজয় তোমার গালে
বাংলা জুড়ে চন্দ্রালোক নেচে উঠে
বিজয় গানের তালে তালে।

ভোরে পাখিরা দলে দলে করে
বিজয় মিছিল ও জয়গান
মাঠে মাঠে সৈনিক মনে বয়
মহান বিজয়ের আনন্দ বান।

ভোরে শীতের কুয়াশা ভেদি
দ্রুত সূর্য উঁকি দেয় গগনে
ভালবেসে রোদ উষ্ণতা ছড়ায়
উৎসবে আসা জনে জনে।

নদ-নদী, সাগর জলে বাড়ে
আনন্দে ঢের প্রাণোচ্ছলতা
বৃক্ষরা পাঠ করে পল্লবে পল্লবে
লিখে রাখা মুক্তির কথা।

মুক্তি বাহিনীরা গৌরবে উড়ান
পৎ পৎ লাল-সবুজ পতাকা
বিজয় উৎসবে এক হয়
এদিক ওদিক জনতা থাকা।

শিশু; কিশোর-কিশোরীরা করে
নান রকম খেলা রঙ ঢঙ
কেউ আঁকে যোদ্ধা ও যুদ্ধের ছবি
কেউ সাজে রঙে সঙ।

দিনভর চলে হরেক আয়োজন
নেচে গেয়ে দিনটি কাটে
চলে ছড়া, কবিতা পাঠ, আলোচনা
সূর্য যখন নামে পাটে।

মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে
দিবসের কর্মসূচী হয় শেষ
তবুও সবার মনে মনে থেকে যায়
বিজয় দিবস তোমার রেশ।

স্বাধীনতা মুক্তি পাক

সিমন চন্দন বৈরাগী

লাল সবুজের ব্যানার ফেস্টুনে ছেয়েছে শহরতলী
বিজয়ের মাসের শুভেচ্ছা জানিয়ে রয়েছে কতই না বাণী,
শ্রদ্ধা-ভক্তি যা রয়েছে শহীদদের প্রতি
তার চেয়ে বেশী রয়েছে নেতাদের পরিচিতি।

স্বাধীনতা আজ তুমি ওদের কাছে বন্দী,
যখন যেথায় যেভাবে খুশি
তোমারে করে পুঁজি
ওরা আঁটছে স্বার্থ হাসিলের ফন্দি।

মুখেই শুধু বলে কথা, নাই অন্তরে ভক্তি
এমনি করেই বাড়ায় ওরা নিজেদেরই শক্তি।
যদি থাকে একটুও শ্রদ্ধা-ভক্তি, শহীদ ভাইদের প্রতি
লাগিয়ে দাও তাঁদের ছবি,
নতুনের কাছে জানাও তাঁদের আত্মত্যাগের কীর্তি।

স্বার্থপরতার জাল হতে আজ দাও স্বাধীনতারে মুক্তি
হবে না কোন ক্ষতি, তাতেই পাবে জনতার ভক্তি।
এসো সবে মিলে আজ ধরি হাতে হাত, ভুলে যাই দলাদলি
স্বাধীনতার মূল মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সম্মুখে এগিয়ে চলি।

বিজয়ের উল্লাসে

হুমায়ূন কবির

বিজয় নিয়ে আসল খোকন, বীর সেনানীর বেশে
আনন্দের ঢেউ দাও ছড়িয়ে লাল সবুজের দেশে।
হাসনুহানা গন্ধ ছড়ায়,
প্রজাপতি রঙিন ডানায়,
বিজয় দিনের সুরের ধ্বনি পাখ-পাখালির গানে
চিত্তে হৃদয় নৃত্যে দুলে বিজয় সুখের টানে।

জয় উল্লাসে ফলাধরে, চাষীর মুখে হাসি
উদাস সুরে কদমতলে রাখাল বাজায় বাঁশি।
দখিণ হাওয়ায় পুষ্প নাচে,
আকাশ সাজে নীলের আঁচে,
নেচে-গেয়ে দাঁড় টানে, মাল্লা মাঝির দলে
মেঠোপথে সুরে সুরে গাড়িয়াল ভাই চলে।

শহর-নগর, পল্লী গাঁয়ে সাজ সাজ রব
জোয়ান-বুড়ো, খোকা-খুকু উল্লাসে আজ সব।
কিশোর সকল রঙে-ঢংয়ে
বিজয় দিনের সাজ অঙ্গে,
বিজয় নিশান উড়ছে দেখ, বিজয় রাণীর বেশে
আনন্দের ঢেউ দাও ছড়িয়ে লাল সবুজের দেশে।

তোমাকে এনে দেবো স্বাধীনতা

এ কে দাস মৃদুল

যদি আর না ফিরি
প্রতীক্ষায় থেকো না,
আমায় ভেবে মন খারাপ করো না,
যদি পারো পায়রা পুষো,
যেদিন ভুলে যাবে
উড়িয়ে দিও নীল আকাশে।

আর যদি না ফিরি
মনের আকাশে ঘুড়ি উড়িও না,
গোধূলি লগনের পথ চলায় যদি একা লাগে
মন খারাপ করো না,
জেনো আমি তোমার পাশাপাশি
হাত ধরে হাঁটছি।

যদি আর না ফিরি
সমুদ্র জলে ভাসিয়ে দিও
আমার দেয়া যতো উপহার,
নতুন দিনের তরুণ আলোয়
শীতল জলে স্নান করে নিও,
ভেবো না, আমি রবো ছায়া হয়ে তোমার।

আর যদি না ফিরি
আমায় ভেবে রাত জেগো না,
ভালোবাসার রক্তিম শিখা জ্বেলে
দক্ষিণা সমীরণে ঘুমিয়ে পরো,
জেনো আমি শিয়রে বসে,
সারারাত শুধু তোমায় দেখছি।

যদি আর না ফিরি
স্বপ্ন গুলো তুলে রেখো,
এক জীবনে তো সব কিছু মিলে না,
আর যুদ্ধ থেকে সবাই ফিরেও আসে না,
যদি আর না ফিরি, হৃদয় মাঝে কষ্ট নিয়ে
আমার সমাধিতে ফুল দিও না।

আমি বিজয় দেখেছি

কুয়াশা

আমি বিজয় দেখেছি
টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া
রক্তের বন্যার পলি সঞ্চায়নে
বন্ধ্যা ভূগর্ভে মাথা উঁচানো
লাল সবুজের পতাকার
স্বাধীন উড্ডয়নে।

আমি বিজয় দেখেছি
ধর্ম কর্ম ভুলে
হাতে হাত রেখে
শুষ্ক পদ্মপুকুরে
রক্তের সেচ দিয়ে
পদ্মের পিপাসা নিবারণে।

আমি বিজয় দেখেছি
৭১ এর ১৬-ই ডিসেম্বরে
সহস্র হায়েনাদের
ক্ষমা করে দিয়ে
মাকে স্বন্তানের রক্তে উর্বর
এক ভূ-খন্ড উপঢৌকন নিতে।

আমি বিজয় দেখেছি
রাতের আধারকে বিদায় জানিয়ে
চুড়ান্ত ভোরের সূচনা করা
বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ বিজয়
আত্মত্যাগের এক
গৌরবগাথা বিজয়।

ক্যামোফ্লেজ অথবা রিয়েলিটি

আরশাদ ইমাম

মাথাটা ঝিম ঝিম করছিল দু'দিন থেকে
কোথাও বেরোইনি আজ সারাদিন
গৃহবন্দী ও গর্তমূখী সময়ের কাছে সমর্পণ;
যদিও বাইরে ফাইটার বিমানের শব্দ, আকাশে চক্কর মারছে
বর্ণিল আলোর ধোঁয়া, বাচ্চারা হল্লা করছে, মানুষের মিছিল
কেউ ছুটছে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের দিকে,
কেউ শিল্পকলা একাডেমিতে, কেউ মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরে
সংসদ ভবনের দখিন উঠোনে লেজার শো
টান টান আনুষ্ঠানিকতার আমেজ, রাজধানী জুড়ে
আমাকে সব কেমন যেন মিইয়ে রেখেছে।

ভাবছি : কেন?
উত্তরটা পাচ্ছি না।

এই দেশে একসময় একটি নাম ও একটি শ্লোগান
একটি সংগঠন অথবা প্রতিষ্ঠান ও একটি দেশের নাম
উচ্চারণ নিষিদ্ধ ছিল। নিষিদ্ধ ছিল মুক্তিযুদ্ধ।
আজ পথে পথে মুক্তির শ্লোগান শুনে, বিজয়ের আয়োজন দেখে
উল্লসিত হবার কথা, কিন্তু মন বিমর্ষ কেন?

জবাবটা খুঁজছি,
কিন্তু পাচ্ছি না।

একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে একটি মুখচ্ছবি আঁকা কোট পিন
আমাকে বিব্রত করেছিল, এক সুহৃদ সাবধান করেছিল
ডেকে বলেছিল: ভালাবাসাটাকে বুকের ভিতরে রাখো
বাইরে নয়, সময় এলে বের কোরো, এখনও সময় আসেনি।
তার ক'দিন পর ক্যাম্পাসে এক যুদ্ধাপরাধী নিগৃহীত হলো
সুহৃদ ডেকে বললো, আওয়াজ শোনা যায়? তারপর মুচকি হেসেছিল।
এখন কোট পিন বুকে ধারণ করতে পারি, কিন্তু ঘরে থেকে বেরোতে
মন সায় দেয় না, বাতাসে কোন সৌরভ টের পাই না,
মনে হয় কানের কাছে কেউ ফিসফিসিয়ে কিছু বলছে।

কিছু কি বলছে?
অনুবাদহীন অনুভূতি।

এখন একদিকে অপরাধী দন্ডিত হচ্ছে, দন্ড কার্যকর হচ্ছে
অন্যদিকে, কাঁধের উপরে কার যেন নিঃশ্বাস, অপরিচিত।
নিজেকে হারিয়ে কি বিজয়ের শেষ ফানুসটি উড়াচ্ছি?
আমার মৃত্যুর পর কি শুধুই বিজয় শব্দটি থাকবে, থাকবে স্বাধীনতা প্রত্যয়টি
আর সব হারাবে নিকষ অন্ধকারে? ডুবে যাবো অচেনা কোন আমুদরিয়ায়!

সবই কি ক্যামোফ্লেজ
নাকি কেবলই ভ্রম! অথবা করুণ বাস্তবতা!

স্বাধীনতার স্বাদ

আহমাদ সা-জিদ

স্বাধীনতার সুবাতাস শালবন গহীনে
শুকনো পাতার মর্মরে
বন্য হওয়ার ছন্নছাড়া জীবন-যাপন।
রঙ্গপ্রিয় সঙ্গী নিয়ে উদাস করা রাত-দুপুরে
চাঁদের আলো মুখে নিয়ে
থুথু ফেলার খেলায় মজে
অন্য রকম প্রফুল্লতায় বিরক্তিকে জয় করা।
স্বাধীনতার গন্ধগুলো তরুন মনে টগবগিয়ে
সূর্যালোকে ধুলোয় গড়া অবাক করা রেশ ধরে
বালির বাঁধের পরশবোধের
পুতুল খেলার আয়োজনে
দুঃখ-সুখের পাশাপাশি জীবন দেখার উল্লাসে।
স্বাধীনতার সুবাস মনে রঙিন সাজের খেলাঘরে
একটি সুখের গল্প বলা, কল্পনাকে হার মানিয়ে
স্বাধীনতার মানে হলো, ইচ্ছেমতো নিজকে মেলে
উড়তে থাকা কল্পলোকে
ভূত-পেত্নীর পাখনা ধরে!
যেমন করে পরিণীতা কুমারীত্বের ভান করে।
স্বাধীনতার রঙগুলো সব রংধনুর ঐ খেয়াল থেকে
আছড়ে পড়া জলতরঙ্গে মধুর সুরের মূর্ছনাতে
একটি ফুলের পাঁপড়ি থেকে
কীট পতঙ্গের লাফালাফি!
এক রূপসীর প্রেমের গল্পে হাজার মনের প্রজাপতি
এক তরুণীর মুখের কথা
নীল চাহনী, সবুজ ব্যথা।
দীঘল রাতের পরিক্রমায় রঙ-বেরঙের শব্দখেলায়
রঙিন খামের প্রেমের চিঠি।

বিজয়ী বীরের স্মরণে

আফরিনা নাজনীন মিলি

মাগো কেন এত ভাল লাগছে?
আকাশে বাতাসে কেন ছড়িয়েছে
বল এত আবীর?
প্রাণে কেন বেজে চলেছে
অনাবিল আনন্দের বীণ?
তবে কি মা আজ
বিজয়োল্লাসের সেই দিন?
মাগো কেন এত ভাল লাগছে?
মন কেন হতে চাইছে চঞ্চলা কশোরী?
বাতাসে কিসের এত ফিসফাস?
তবে কি মা আজ নিতে পারবো
মুক্ত বাংলার বাতাসে শ্বাস?
হৃদয় আমার উদ্বেলিত মাগো
আজ তাঁদের স্মরণে
বাংলার বিজয় ছিনিয়ে আনতে
যাঁরা দিয়েছিল ঠাঁই মরণকে
তাঁদেরই আপন প্রাণে।
মাগো বড় সাধ জাগে
দেখতে একটু ছুঁয়ে;
কেমন ছিল সেই মা আর
আমার ভাই বোনেরা ?
শত বীরের বীরত্ব সেদিন
ওদের বীরত্ব গাঁথার কাছে
গিয়েছিল মিইয়ে।।
মাগো দেবো না কোনদিন
ওদের মাথা হতে নত,
জান বাজি দেশপ্রেমে হবো
ঠিক ওদেরই মতো।
মাগো আমার লক্ষী মাগো
দিচ্ছি তোমায় কথা
প্রাণ থাকতে দেবো না আর
তোমার বুকে ব্যাথা।

বিজয় দিবস গীতি

রক্তিম

আকাশে বাতাসে নদী পর্বতে ধ্বনিত একটি নাম
সেই তো আমার বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ ।
প্রাণের ছোঁয়ায় উজল ধারায় সফল বিজয় দিবস
বহু মানুষের প্রাণ বিনিময়ে আমার স্বাধীন দেশ ।

ভ্রমরাগুলি কি যায় বলি,
ধায়ছে অলি কুসুমকলি ।
বুনছে বাসা বাবুই খাসা,
শিস দিয়ে গায় দোয়েল বেশ ।
আকাশে বাতাসে নদী পর্বতে ধ্বনিত একটি নাম
সেই তো আমার বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ ।

পদ্মদিঘির জল থই থই,
ঢোলকলমী ফুটলো যেই ।
নীল আকাশের বুক জুড়ে,
সবুজ লালের পতাকা ওড়ে ।
আকাশে বাতাসে নদী পর্বতে ধ্বনিত একটি নাম
সেই তো আমার বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ ।

ক্ষেতের ফসল নুইছে মাথা,
মুক্তিসেনার গরিমা গাঁথা ।
(তাঁদের) দৃপ্ত শপথে করি স্মরণ,
বিজয় মাল্যে করি বরণ ।
আকাশে বাতাসে নদী পর্বতে ধ্বনিত একটি নাম
সেই তো আমার বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ ।

রেলগাড়িটা

জসীম উদ্দীন মুহম্মদ

রেলগাড়িটা স্টেশনের খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে
বেশ গতি আছে, বেশ প্রগতিও আছে
হুইসেলের প্রতিটি শব্দ শরীরে কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে
কতোদিন কেবল গন্ধ শুঁকেছি --- গন্ধ
এবার বুঝি দাঁড়িয়ে আছি আগন্তুক ট্রেনের কাছাকাছি!

প্রতিটি বগির ভেতর প্রকৃত স্বাদের স্বাধীনতা আছে
বস্তা বস্তা, আমি এক নিঃশ্বাষে যতোটা পারি
কুঁড়িয়ে নেবো মুঠো মুঠো; স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা,
যানজটে নাকাল না হওয়ার স্বাধীনতা
লাল ফিতায় বন্দি না থাকার স্বাধীনতা
যেমন খুশি কবিতা লিখে যাওয়ার স্বাধীনতা!!

রেলগাড়িটা আসছে --- ওই তো আসছে
আসছে বস্তাবন্দি আমার সকল চাওয়া-পাওয়া
সবাই কুঁড়িয়ে নাও যে যতোটা পারো----
আমিও দু'হাত ভরে কুঁড়িয়ে নেবো মুঠো মুঠো স্বাধীনতা !

ভালোবাসতে হবে সবাইকে

সমরেশ সুবোধ পড়্যা

কাঠে কিংবা বাঁশে যদি না করেন যত্ন,
পোকায় ধ্বংস - সব সম্পদ-রত্ন।
ভালোবাসা ও এমন একটি গুণ,
অবহেলায় লাগে ঘুন।

ভালবাসাহীন বুকে পাথর জমা হয়;
ভালোবাসা পেয়ে হৃদয় হালকা হয়।
যতই রাগ, বা যতই থাকুক ক্ষোভ,
ভুলিয়ে রাখে - ভালোবাসার লোভ।

ক'জন বড় হয়েছেন! ভালোবাসা না পেয়ে,
বাঁচতে হবে অনেকের দিকে চেয়ে।
ভালোবাসায় মানুষ যুগ যুগ বেঁচে রবে,
তাতে, না কেউ কষ্ট পাবে।

আপনাকে যিনি কষ্ট দিয়েছেন -
ভুলে যান তাঁকে।
হিংসা, লোভ, অভিমান ছেড়ে -
ভালোবাসতে হবে সবাইকে।

মৃত্যু অনিবার্য্য - চলে যেতে হবে সবাইকে;
এই কয়দিন; যদি না ভালোবাসেন কাউকে -
কেই বা মনে রাখবে আপনাকে ?
প্রশ করুন নিজেকে !

শত্রুমিত্র ভেদাভেদ নয় - ভালোবাসতে হবে সবাইকে.....

বিজয় মন্ত্র

হাফিজুর রহমান চৌধুরী

লাল-সবুজের কেতন ওড়ে
সব বাঙালির হৃদয় গহীন চত্তরে।
আমরা চিনি স্বাধীনতা
শপথ করি বিজয় গাঁথার মন্তরে।

জানতে হবে ঠিক ইতিহাস
আর মিথ্যা নয়, খুঁজতে হবে সত্যরে।
এগিয়ে যেতে পারব তবেই
পৌঁছে যাব সফলতার বন্দরে।

বিজয়ের উল্লাস

মোঃ আবুল কালাম আজাদ

বিজয় মানে উল্লাস, বিজয় মানে মিছিলের ঝাঁক
গর্বে বুক ভরা ডাক "জাগো বাঙালি জাগো" ।
বিজয় মানে বাঙালি মায়ের অমলিন হাসি,
বঙ্গে ভেসে চলা নির্মল বাতাস;
বিজয় মানে পতাকা উড়িয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলী দিতে যাওয়া
মুক্তমনে হেঁটে চলার সময় শহীদের স্মরণে দীর্ঘশ্বাস।।

এই বাংলা মা খাঁটি, খাঁটি দেশের মাটি, সূর্য ওঠে
নতুন আলোয় পবিত্রতার পরশ নিয়ে চিরন্তন।
আমি আমার আমি সবার, আমি স্বাধীন দেশের জনগন
আমি গর্বিত আমি বাঙালি, আমি বাংলা মায়ের সন্তান।

উইপোকা

তুহিন আহমেদ

ক্ষত বিক্ষত, দেহ অনাবৃত
ওরা ধর্ষিতা,
মৃত অর্ধমৃত কি জীবিত।
নর কি নারী, জোয়ান বা বৃদ্ধ
মুক্তি উন্মাদনায় উন্মত্ত
হত কিম্বা আহত
তুমি তাদেরই রক্তে স্নাত।
সেই সে সংকট, অসংগুপ্ত
তবুও আস্থা অবিচল, ছিলে তেজোদীপ্ত।

হে বাঙ্গলা মা,
তুমি তো স্বশাসিত,
তবুও কেন আজই
জীর্ণ দেহ বিষন্ন মন, মুমূর্ষতায় শয্যাগত ?
নাকি,
মোদের কর্মেই মর্মাহত ?

নারে খোকা,
তুই বা তোদের মত যারা, কর্মে তোরা
তাদেরই মত, যাদের রক্তে আমি স্নাত।
আমিতো তোদেরই মা, মায়েরই মত।

আরাধ্য নন্দিতরা
আমারই মত হতচকিত নির্বাক,
যেন স্বদেশেই নির্বাসিত।

শিক্ষিত মূর্খের তোষামোদে,
নিন্দিত নন্দিতরা উল্লসিত
ঘুণের মত করে আমায়, করছে জর্জরিত।

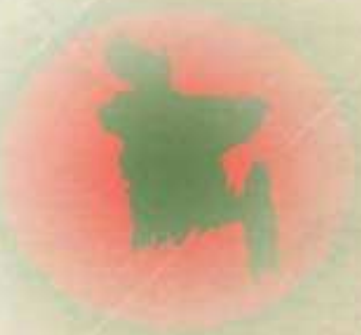

শোন খোকা,
আমি তো ওদেরও মা
তবুও মা ডাক শুনতে বাধে!
মা ডেকে নিয়ত দিচ্ছে ধোঁকা।
জানিস খোকা,
ওরা মানুষ নয়,
মানুষরূপী সামাজিক কীট,
ওরাই উইপোকা।

স্বাধীনতা মানে

উম্মে আইমান মুর্শিদা

স্বাধীনতা মানে ঘর ছাড়া কোটি প্রাণের
ঘরে ফেরার পালা।
স্বাধীনতা মানে হানাদার রাজাকারের গায়ে
অগ্নিদহন জ্বালা।
স্বাধীনতা তুমি বঙ্গ বন্ধুর
বজ্র কণ্ঠের আহ্বান।
স্বাধীনতা তুমি লক্ষো প্রাণের ত্যাগে
রেখে যাওয়া অবদান।
রক্তের সাগরে করেছে স্নান,
লাখো শহীদের দেহ।
ধর্ষিত হয়েছে কতযে মা বোন
হদিস পায়নি কেহ।
গোলামির শিকল ভেঙ্গে খান খান,
স্বাধীনতা এনেছে ছিনে।
বাংলা মাটির সূর্য সেনারা
থামেনি বিজয় বিনে।
রক্ত পানের নেশায় মেতেছে
হিংস্র হানাদার।
সেই রক্ত,জীবন,ইজ্জতের বিনিময়ে
আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা উপহার।
স্বাধীনতা তুমি আকাশের নীল
তটের সদ্য কাশ।
স্বাধীনতা তুমি বিশ্বের বুকে
উজ্জ্বল ইতিহাস।

মৈত্রী বন্ধন

শ্রীযুক্ত সৌমেন

ঝরেছে কত রক্ত বীরের
মুক্তির স্বাদ পেতে,
স্বাধীন হয়েছে দেশের মাটি
ওঠো উল্লাসে মেতে।

শ্রদ্ধা জানাই যোদ্ধা যারা
দিয়ে গেল বলিদান,
শহীদের রক্ত হয়নি ব্যর্থ
বাংলা পেয়েছে মান।

মৈত্রী বন্ধন দৃঢ় হোক
ছড়িয়ে স্বতন্ত্রতার আবেশ,
'বিজয় দিবস' আজ একাকার
ভারত ও বাংলাদেশ।

বিজয় দিবস

ছবি আনসারী

মহান বিজয় দিবস
তুমি স্মৃতিতে ভাস্বর,
প্রেরণা বাঙ্গালীর
তুমি বিজয় '৭১,
১৬ ই ডিসেম্বর ।
তুমি হৃদয়ে লেখা নাম
মুক্তিসেনার চরণে লাল সালাম;
যাদের রক্তের দামে আমরা
এই দেশ পেলাম ।

তুমি ' উন্নত শির
ঐ শিখর হিমাদ্রীর'
তুমি পতপত উড্ডীন
বিজয় নিশান,
বুকের গহীনে লাল সবুজ
রঙ তুলির কোমল পরশে
আঁকা স্মৃতিসৌধ ।
তুমি বাংলা গানের সুর
'সব ভুলে যাই তাও ভুলি না
বাংলা মায়ের কোল ।'

তুমি হৃদয়ে মাটির সুর
তুমি লাঙল, তুমি জোয়াল
মাথায় গামছা বক্ষে বহুত জোর
আমি স্বপনে তোমার ডাকে যুদ্ধে নামি
শোষকের বুকে আঘাত হানি
ছিনিয়ে আনি লাল সবুজের রেশ
প্রিয় এই বাংলাদেশ ।

তুমি বোনের জ্বালা
ভাই হারানো অবিনাশী গান
মায়ের বুকে জ্বলছে আজও
'৭১-এর শ্মশান,
এক নদী রক্তের দামে
দিকে দিকে বাজে
আজ বিজয়ের গান ।

তুমি দীপ্ত তারুণ্যের জয়
মুখরিত কণ্ঠে জয় বাংলার জয়
'৭১ এর বিজয়,
তুমি ১৬ ডিসেম্বর
আকাশে ওড়া সুখের কবুতর ।

আমার উল্লোসিয়া ওঠে প্রাণ
বাঁধ ভাঙে সব বাঁধার
দূর হয় সব আঁধার;
সময় এসেছে দৃপ্তপদে
সামনে এগিয়ে যাবার ।

তুমি অগুনতি ত্যাগ;
তবু প্রাপ্তি অফুরান ।
তুমি শোষণ ছেঁড়া বাঁধন হারা প্রাণ
তুমি শাশ্বত, অমলিন, শিখা অনির্বাণ ।